যুগান্তর

DEC 04 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চবিতে এ বছর ৩৩৪ দিনে ক্লাস হয়েছে ৪৭ দিন

চট্টগ্রাম ব্যুরো

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০১ সালে গত এগার মাসে মাত্র ৪৭ দিন ক্লাস হয়েছে। এপ্রিল ও মে মাসে এ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে বিভিন্ন দাবিতে ছাত্রশিবির এবং পরে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের ডাকে অবরোধের কারণে ক্যাম্পাস দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সঙ্কটের কোন সুরাহা না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। বছরের শুরুতেই ছাত্রশিবির আবাসিক হলসমূহে বৈধ ছাত্রদের সহাবস্থান এবং শিবির নেতাদের হত্যাকারীদের গ্রেফতার নইলে উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে ক্যাম্পাসে অবরোধ ডাকে। ১৩ ফেব্রুয়ারি বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব নেন। পরবর্তীতে কোরবানি ঈদের বন্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িকভাবে সচল হয়। মূলত এ সময়ই বর্তমান বছরের চলমান ক্লাসসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। জুন মাসে প্রশাসনের একাধিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ ও শিবির পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয়। এ সময় ছিল বর্ষাকালীন ছুটি। ১০ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় নতুনভাবে সচল হয়। কিন্তু ১৩ আগস্ট ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধের পর গত ১০ অক্টোবর পর্যন্ত টানা বন্ধ থাকে। গত ৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় অচলাবস্থা শুরু হয়। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর শিবিরের হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে লাগাতার অবরোধের ডাক দেয়। ফলে ক্যাম্পাস শেষবারের মতো অচল হয়ে পড়ে। অচলাবস্থা নিরসনের জন্য মঙ্গলবার বিকাল তিনটা থেকে একটানা রাত সাড়ে ১টা পর্যন্ত আলোচনার পরও সিন্ডিকেট কোন সমাধান বের করতে পারেনি। বছরের দীর্ঘ সময় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার ফলে বিভিন্ন বিভাগে সেশনজট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। পরীক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হতে পারছে না। প্রতিটি বিভাগে প্রথম বর্ষের তিনটি ব্যাচ জমা হয়েছে। অথচ পরীক্ষা নিয়ে তাদের পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। তবে অচলাবস্থার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি বিভাগ তাদের কিছু পরীক্ষা নিয়ে নেয়। এ ছাড়া গত এক বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোন অর্জন নেই।